সমকাল

তারিখ: 24 AUG 2016
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

দুই কলেজের দ্বন্দ্বে জিপিএ ৫ বঞ্চিত শতাধিক পরীক্ষার্থী

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর নামি দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্বে জিপিএ ৫ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে অবস্থিত শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শতাধিক শিক্ষার্থী। ব্যবহারিক পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর না পাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা কেউ বুয়েট ও মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না।

বিষয়টি নিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে লিখিত আবেদন করেছেন কয়েকজন পরীক্ষার্থী। বিষয়টি স্বীকার করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সমকালকে বলেন, 'পুলিশ স্মৃতি কলেজের পরীক্ষার্থীদের এ রকম একটি আবেদন পেয়েছি। তারা লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার কত শতাংশ নম্বর পেয়েছে, তা যাচাই করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হবে।'

ব্যবহারিক পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর মেলেনি

এদিকে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি মানবিকভাবে দেখার দাবিতে গতকাল শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কলেজের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। এ সময় মিরপুর-১৪ থেকে মিরপুর-১০ পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তারা কর্মসূচি সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেন।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সোহেল আহমেদ অভিযোগ করেন, তার স্বপ্ন ছিল বুয়েটে ভর্তি হওয়ার। এখন দেখছেন ভর্তি পরীক্ষাই দিতে পারবেন না। তার অভিযোগ, পদার্থবিজ্ঞানে দুই পত্র মিলিয়ে তিনি ১৫৮ নম্বর পেয়েছেন। মানে ৭৯ শতাংশ। লিখিত ৪০-এর মধ্যে ৩৯ এবং নৈর্ব্যক্তিকে ৩৫-এর মধ্যে ৩১। শুধু ব্যবহারিক পরীক্ষায় ২৫-এর মধ্যে ১৬ পাওয়ায় তিনি জিপিএ ৫ পাননি। তার মতো শতাধিক শিক্ষার্থী লিখিত ও নৈর্ব্যক্তিকে ৭৮-৮৫ শতাংশ নম্বর পেলেও ব্যবহারিকে পেয়েছেন মাত্র ৩০-৩২ শতাংশ। এবার এইচএসসিতে শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র পাশের বিএন (বাংলাদেশ নেভি) কলেজে পড়েছিল। অভিভাবকদের অভিযোগ, ওই কলেজের শিক্ষকরা প্রতিহিংসাবশত ব্যবহারিকে নম্বর কমিয়ে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে পুলিশ স্মৃতি কলেজের অধ্যক্ষ মাহমুদুল হাসান সমকালকে বলেন, ওই কলেজ এ ধরনের কাজ আগেও করেছিল। এজন্য তিন বছর আগে বোর্ডে আবেদন করে ওই কলেজ থেকে কেন্দ্র বাতিল করানো হয়। এবার বোর্ড তাদের না জানিয়ে পুনরায় কেন্দ্র বিএন কলেজে দেয়। আর সে সুযোগে কলেজের কিছু শিক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক নম্বর কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে তারা উচ্চ আদালতে রিট করবেন। তিনি বলেন, একজন শিক্ষার্থী লিখিত ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ৮৫ শতাংশ নম্বর পাবেন, আর ব্যবহারিকে পাবেন মাত্র ৩২ শতাংশ, এটা কেউ বিশ্বাস করবেন না।

এ ব্যাপারে বিএন কলেজের দায়িত্বশীল কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, বিষয়টি তারা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন।